ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

অভিষেকের কথা শুনে কাঁদলেন অমিতাভ বচ্চন

পৃঃ ৫

কোচিংয়ে নামছেন ডি মারিয়া

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩১৭ ● কলকাতা ● ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

তৃণমূলে-তৃণমূলে মারপিট ঘাটালে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেবের সামনেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর প্রকাশ্য লড়াই। শিশু মেলার কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ঘাটালে। কার নেতৃত্বে কমিটি তৈরি হবে, তা নিয়েই বচসার সূত্রপাত। যা গড়ায় হাতাহাতিতে। গন্ডগোলের জেরে কয়েক জন আহত হয়েছেন। ঝরেছে রক্তও।বৈঠকে দুই গোষ্ঠীর কোন্দলকে 'ষড়যন্ত্র' বলে মনে মনে করছেন শঙ্কর। তিনি বলেন, "এমন হবে ভাবতে পারিনি। পরিকল্পিত ভাবে ঘটানো হয়েছে। আমি মনে করি এটা ষড়যন্ত্র ছিল। জানি না কেন নিজের মধ্যে গন্ডগোল করল।" তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলের ঘটনায় বৈঠকই শুরু করা যায়নি। কিছু ক্ষণ পরেই ঘটনাস্থল ছাড়েন দেবও।

রবিবারের ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট বলেন, "এই মেলা ঘাটালবাসীর কাছে আবেগের। সেটা নিয়ে তৃণমূল রাজনীতি, ব্যবসা করছে। কে তাদের এই সাহস দিয়েছে? কোন অধিকারে করছে? তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই মেলা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতাচ্ছে।"সেই বৈঠকে হাজির হন সাংসদ দেব। তাঁর উপস্থিতিতে তৃণমূলের দুই পক্ষের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ, প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর দোলুই আগেই কমিটি তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেই কমিটির মাথায় তিনিই। কিন্তু দেব বৈঠকে যেতেই কমিটি নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। সূত্রের খবর, শঙ্করের কমিটি মানতে নারাজ ছিল তৃণমূলের একাংশই। তৃণমূল কর্মীরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেন।

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে দ্বন্দ্বে শিন্দে-ফডণবীস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি বাঁচাতে পারবেন কি না তা নিয়ে প্রবল সংশয়ে একনাথ শিন্দে। যা ছিনিয়ে নিতে মহাযুতি জোটের শরিক শিবসেনা (শিন্দে) দলের নেতা একনাথের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছেন বর্তমানে বড় শরিক বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফডণবীস। জোটের তৃতীয় শরিক এনসিপি (অজিত) দলের নেতা অজিত পওয়ার ফলের আগে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রিত্বের দৌড়ে ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী পদ পেতে বিজেপি কতটা অনড় অবস্থান নেয় তার উপরেও জোটের সমীকরণ নির্ভর করছে বলেই মনে করছেন রাজনীতিকরা। বিজেপি যদি মুখ্যমন্ত্রী পদ পেতে প্রবল ভাবে চাপ বাড়ায় সে ক্ষেত্রে একনাথ শিন্দে গোষ্ঠীর এনডিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি নেতাদের পাল্টা মত, আজকের ফলের পরে শিন্দেরা সরকার ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কেবল অজিত পওয়ারের সমর্থন নিয়েই সরকার গড়ে ফেলতে সক্ষম হবে বিজেপি। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই পরিস্থিতিতে দেবেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রী করতে গিয়ে শিবসেনাকে হারানোর ঝুঁকি কি নেবে বিজেপি?

পরিবর্ত বিকল্প প্রস্তাব হল, শিন্দে যেমন মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তেমনি মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। দেবেন্দ্র ফডণবীসকে সে ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নিয়ে আসা হবে। সেই পরিস্থিতিতে দেবেন্দ্রকে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা রয়েছে দলের অভ্যন্তরে।কিন্তু আজ যে ভাবে বিজেপি কার্যত একার ক্ষমতায় মহারাষ্ট্রে ম্যাজিক সংখ্যার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, তা দেখে রণে ক্ষান্ত দিয়েছেন তিনি।

আপাতত তাই মুখ্যমন্ত্রিত্বের লড়াই দেবেন্দ্র বনাম একনাথের মধ্যেই। কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতৃত্বের মতে, বৃহত্তম দলের নেতা হিসেবে স্বভাবতই দেবেন্দ্র ফডণবীসের উচিত মুখ্যমন্ত্রী হওয়া। রাজ্য

এরপর ৩ পাতায়

মমতার উন্নয়নের ম্যাজিকে

বাংলার উপ নির্বাচনে এই জয়, মনে করলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বকশি

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা ম্যাজিকে বাংলার উপ-নির্বাচনে ম্লান বিরোধীরা। মাদারিহাট বিজেপির থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বড় জয় পেয়েছে। একইসঙ্গে ৫ কেন্দ্রে মার্জিন বাড়িয়েছে। ভোটের প্রার্থী থেকে প্রচারের সুর বাঁধা, সবটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দেখেন সুব্রত বক্সি। সেই সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে সংগঠনের ঘুঁটি সাজানো হয়।প্রচারের আড়ালে থাকলেও তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি যেন জয়ের নীরব কারিগর। জন্মলগ্ন থেকেই তিনি দলের সংগঠন সামলান।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় তৃণমূলের সংগঠনকে শক্তিশালী করতে তিনি নিরন্তর প্রয়াস নেন। রাজ্যের সব জেলা সংগঠনের সভাপতি সহ অন্যান্য পদাধিকারীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ রয়েছে।সদাব্যস্ত, সাদামাটা জীবন যাপনে অভ্যস্ত তৃণমূল পরিবারের সেই বক্সিদা এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতও পথে সংগঠনকে চাঙ্গা করার মতোই প্রচারের রণকৌশলও ঠিক করেন। সুব্রত বক্সির মগজাস্ত্রে ফসল তোলে তৃণমূল কংগ্রেস। বিন্নাগুড়িতে তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো'র প্রচারে দেখা যায় জন বার্লাকে। যেভাবে তিনি নবীন-প্রবীণের সমন্বয় বিধান করে সংগঠনকে আলাদা গতি দেন, সেভাবেই উপ-নির্বাচনে বিরোধীদের বোল্ড আউট করে ছক্কা মারলেন। তাই বিজেপি সহ বিরোধীদের কোণঠাসা করে নীরবে কাজ করে যাওয়া এই কারিগরই আসলে যেন কুশলী নেতা। ৬ আসনে জয়ের পর স্বভাবতই খুশি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। সুব্রত বক্সি মনে করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন, তারই ফল এই জয়।

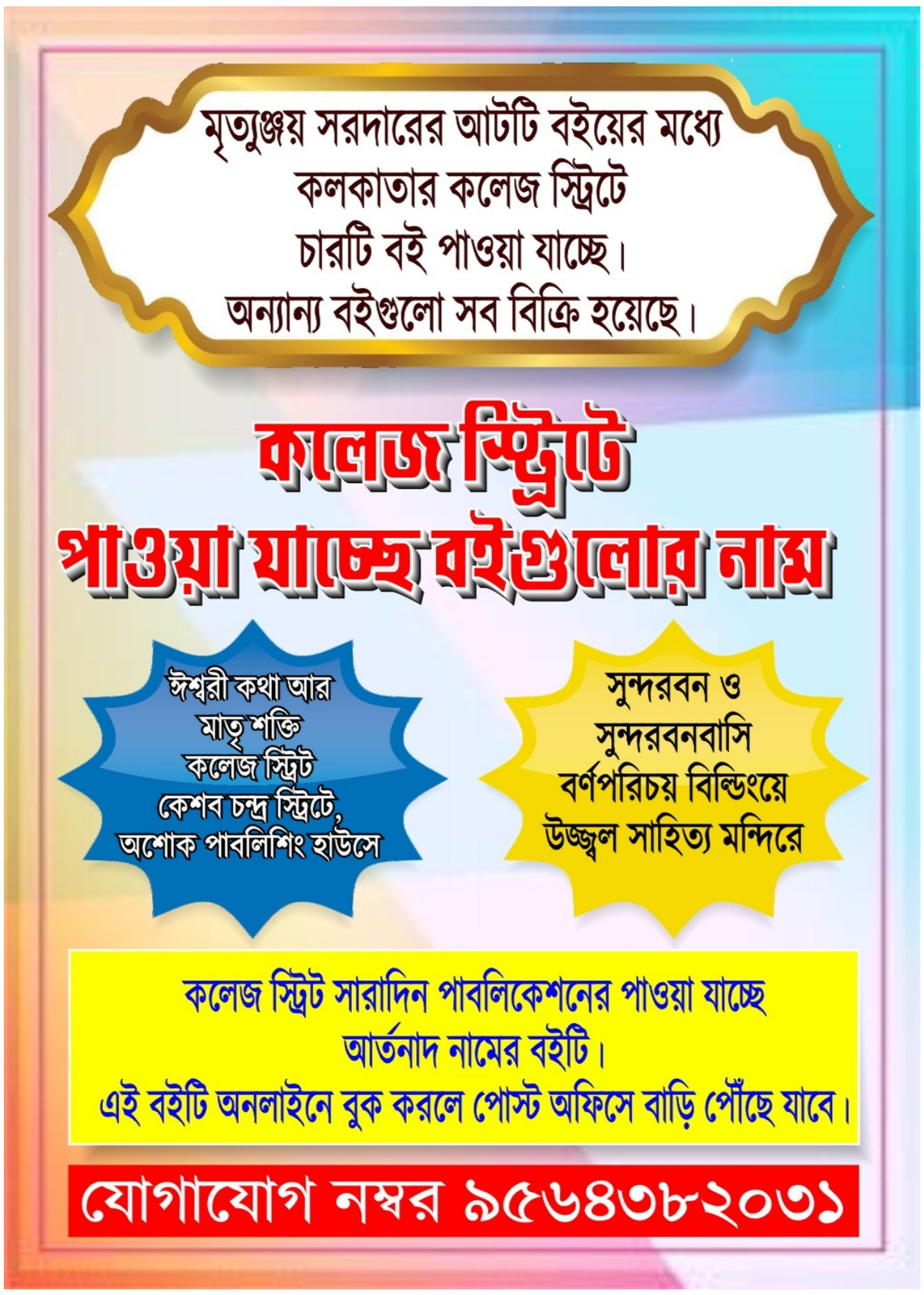

সোমবার জাতীয় কর্ম সমিতির বৈঠকে

মমতার কালিঘাটে ডাক পেলেন অনুব্রত

সংবাদ দাতা : নিউজ সারাদিন : তিহার জেল থেকে বোলপুরে ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই অনুব্রত মণ্ডল বুঝতে পেরেছিলেন সেই রাজপাট আর নেই। জেলা সভাপতি থাকলেও বীরভূমে তৃণমূলের কোর কমিটির একজন সদস্য করেই রেখে দেওয়া হয় তাঁকে। তাঁকে নিয়ে কোর কমিটির সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয় ৭। এবার সেই অবস্থার কী বদল হচ্ছে?এমনই ঘএক ইঙ্গিত মিলল তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে তাঁর ডাক আসায়।সোমবার তৃণমূলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে ডাক পাননি সুখেন্দু শেখর রায়। কিন্তু সেই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য কালীঘাট থেকে ডাক এসেছে তাঁর। ফলে জেল থেকে ফেরার পর আগামিকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোমুখি হতে পারেন অনুব্রত মণ্ডল।জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে ডাক পেয়েছেন ২২ জন নেতা। তার মধ্যে রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলও। এমনটাই সূত্রের খবর। জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য অনুব্রত মণ্ডল। আগামিকাল কলকাতায় সেই বৈঠক ডেকেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার চিঠি অনুব্রত মণ্ডলের কাছেও পৌঁছেছে। কাল যদি অনুব্রত বৈঠকে যোগ দেন তাহলে প্রায় আড়াই বছর পর অনুব্রতর সঙ্গে সাক্ষাত হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অনুব্রত মণ্ডল বীরভূমের দায়িত্ব না পাওয়ায় রাজনীতিতে একটা চমক ছিল। রাজনৈতিক মহলে আশঙ্কা ছিল, হয়তো অনুব্রত প্রভাব খর্ব করা হচ্ছে। তবে এবার বদল হচ্ছে সেই পরিস্থিতি। ওই ডাক পাওয়ার পরে মনে করা হচ্ছে দল এখনও হেভিওয়েট অনুব্রত মণ্ডল।

নবদ্বীপের বিধায়কের অসুস্থতা নিয়ে

ভুয়ো খবরের জন্য পুলিশ গ্রেপ্তার করলো একজনকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নদীয়া জেলার নবদ্বীপ বিধানসভার পাঁচ বারের জনপ্রিয় বিধায়ক পুন্ডরি কাক্ষ সাহা কে শান্তির দূত বলা হয়। দীর্ঘ বছর বিধায়ক থাকার ফলে অশান্ত নবদ্বীপকে শান্তিতে পরিণত করেছেন তিনি। দলবল নির্বিশেষে সকলের মুখে একই কথা ছিল শান্তির কারিগর তিনি। পুনরায় নবদ্বীপ শহরকে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তি ভুয়ো বার্তা ছড়াচ্ছেন বিভিন্ন ভাবে। ঐতিহ্যমন্ডিত নবদ্বীপ শহরের রাস উৎসব পৃথিবী বিখ্যাত। আজকে পৃথিবী বিখ্যাত হওয়ার মধ্যে নবদ্বীপের বিধায়ক ও পৌরপতির কৃতিত্ব অনেক। মাদক বজ্জিত রাস পালন করার জন্য প্রতিবছরের মতো এই বছরও ১১ ই নভেম্বর নবদ্বীপের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ও পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা সহ প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গ।

ফেসবুকে ভুয়ো খবর ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সক্রিয় কর্মী রাজদ্বীপ চট্টোপাধ্যায় ১৮ই নভেম্বর নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগে লেখা ছিল ১৬ই নভেম্বর নবদ্বীপের বাঁশ বাগান তুরো পাড়া লেনের জয়দেব সাহা নামে এক ব্যক্তি তার ফেসবুকে লিখেছেন "বিধায়ক মারা গেছেন"। এই গুজব খবর ছড়াতেই হইচই পড়ে যায় নবদ্বীপ শহরে। অশান্তির বার্তা বহন করতে থাকে। নবদ্বীপে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয় এই ধরনের মিথ্যা ভূও খবর ছড়ানোর জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন তিনি।

এই সময় চলছিল নবদ্বীপ শহরের রাসের আড়ং এবং কার্নিভাল ব্যস্ত ছিলেন সমস্ত মানুষ সহ পুরো ও পুলিশ প্রশাসন। মাদকবিহীন রাসের পদযাত্রার দিন বিধায়ক পা পিছলে রাস্তার উপরে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান থেকে নবদ্বীপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভালো চিকিৎসা করানোর জন্য কলকাতা স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বর্তমানে তিনি সুস্থ এবং বাড়িতেই আছেন। তিনি প্রতি বছর রাসের আগে সমস্ত বারোয়ারি উদ্বোধন করেন, এই বছর তার অনুপস্থিতিতে নবদ্বীপের মানুষ আবেগ তাড়িত হয়ে পরে, তার সুস্বাস্থ্য ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করার জন্য খোঁজখবর নিতে থাকেন। রাজদীপ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে নবদ্বীপ থানার পুলিশ সম্প্রতি ওই ব্যক্তি জয়দেব সাহাকে তুড়া পাড়া বাঁশ বাগান লেন থেকে গ্রেপ্তার করেন।

ভোট-কারচুপি ঢাকতে সম্ভলের মসজিদে

পরিকল্পিত হিংসা বিজেপির', বিস্ফোরক অখিলেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতের নির্দেশে মসজিদ সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তেজিত জনতার সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩০ জন পুলিশকর্মী। এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি শাসক দলকে দায়ী করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। 'সপা' নেতার দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবে উত্তেজনা তৈরি করা হয়েছে।এদিন দ্বিতীয় দফায় সমীক্ষার জন্য সরকারি আধিকারিকরা মসজিদে পৌঁছালে অশান্তি শুরু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার প্রায় শতিনেক লোক জড়ো হয়েছিলেন মসিজদের সামনে। আধিকারিকরা মসজিদে প্রবেশ করতে গেলে ইট ও পাথরবৃষ্টি শুরু হয়। পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। যদিও মসজিদের প্রধান বার বার ভিড়কে সরে যেতে অনুরোধ করেন। পুলিশ আধিকারিকরাও ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি শামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। এর পরেও অশান্তি থামানো যায়নি। শেষ পর্যন্ত কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। পরে জানা যায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় দুই ব্যক্তির তা জানতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে সংঘর্ষে আহত হয়েছেন ৩০ জন পুলিশকর্মী।নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বেনজির অনিয়ম হয়েছে। তা থেকে মনোযোগ সরাতেই সম্ভলে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বিজেপি।

সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ প্রশ্ন তুললেন, যদি ইতিমধ্যে একবার সমীক্ষা হয়ে থাকে, "তবে কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই কেন দ্বিতীয়বার সমীক্ষা? ভোরবেলায় এই কাজ হল কেন, যখন মানুষের মনে সহজেই প্রতিক্রিয়া হয়?" অখিলেশ দাবি করেন, "নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বেনিয়ম ঢাকতে পরিকল্পনা অনুয়ায়ী অশান্তি সৃষ্টি করেছে বিজেপি।" উল্লেখ্য, গতকাল উত্তরপ্রদেশের ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ফল প্রকাশ্যে এসেছে। যার মধ্যে ৬টিতেই জয় পেয়েছে

এরপর ৩ পাতায়

বৈদ্যহাটে প্রয়াত শিক্ষক মোহন বৈদ্যর

আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কুলপি থানার অন্তর্গত বৈদ্য হাটে যে প্রয়াত শিক্ষক মোহন বৈদ্যর এক আবক্ষ মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। মোহন বাবুর প্রতিবেশী ও অনুরাগী প্রবীণ ব্যক্তি কমলকৃষ্ণ মণ্ডল এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। মোহন বাবু ছিলেন অকৃতদার ও অজাতশত্রু। পরিবারের অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর সংসারের হাল ধরতে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় চক সুবুদ্ধি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কেটেছে। মাঝে চাপলা, রামনগর প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে স্থানীয় মানুষের অনুরোধে তিনি অবসরের মাত্র পাঁচ মাস আগে ঈশ্বরীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। শিক্ষকতা করলেও তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সমাজবন্ধু। গ্রামের মানুষের বিপদে আপদে তাঁর পরামর্শ ছিল শিরোধার্য। তিনি ছিলেন চতুর্ভুজ বৈদ্যর কনিষ্ঠ পুত্র। অকৃতদার হলেও মোহন বাবুর পরবর্তী প্রজন্ম তথা ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্ররা তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ১৯২৭ সালের ১লা অক্টোবর। মৃত্যু হয় ২০০০ সালে। শিক্ষক, ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান প্রজন্মের সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেকে তাদের উপার্জনের নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে মোহন বাবুর স্মৃতি রক্ষার্থে নিজের গ্রাম থেকে সেবা মূলক কাজের সূচনার কথা ঘোষণা করেন। স্মৃতি চারণ করেন ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিক্ষক বিশ্বনাথ বৈদ্য, রঘুনাথ বৈদ্য, তুহিন শুভ্র বৈদ্য, ডাঃ ঋতুপর্ণা বৈদ্য, শিক্ষক ও সমাজকর্মী সিদ্ধানন্দ পুরকাইত প্রমুখ আরো অনেকে। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল।

উপনির্বাচনে শক্তি বাড়িয়ে নিল বিজেপি, ব্যতিক্রম বাংলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশের ৪৮টি বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল 'স্বস্তিতে' রাখতে পারে বিজেপিকে। অন্য দিকে, উপভোটের ফল কংগ্রেস তথা বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র জন্য হতাশাব্যঞ্জক। তবে 'ইন্ডিয়া'র শক্তিক্ষয়ের মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল নিজেদের জমি ধরে রেখেছে। বস্তুত, রাজ্যের ছ'টি বিধানসভা কেন্দ্রেরই উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে তারা কেবল জমি ধরেই রাখেনি, বিজেপির জমি কেড়েও নিয়েছে।প্রতিটি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষিত ভিন্ন। সেই নিরিখেই উপনির্বাচনের এই ফলাফল বিশ্লেষিত হওয়ার কথা। তা ছাড়া, উপনির্বাচনে শাসকদলই জেতে, এমন একটি সরলীকৃত ধারণাও জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই ভোট দলগুলির কাছে শক্তি এবং জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ। শক্তিবৃদ্ধি করে কর্মীদের মনোবল চাঙ্গা করার সুযোগও বটে। সেই দিক থেকে দেখলে কংগ্রেস এবং বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'কে কোণঠাসা করে কিস্তিমাত করল বিজেপি। জেতা আসন মাঝপথে খুইয়ে চাপে পড়ল কংগ্রেস, এসপি, আরজেডির মতো বিরোধী শিবিরের দলগুলি। ব্যতিক্রম হয়ে রইল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গ।২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এই ছ'টি কেন্দ্রের মধ্যে একমাত্র মাদারিহাটে জয়ী হয়েছিল বিজেপি। সেই আসনটিও এ বার তৃণমূলের ঝুলিতে গিয়েছে।

বিধায়কেরা লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় দেশের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। কিছু আসনে অবশ্য বিধায়কের মৃত্যু কিংবা দলবদলের কারণেও এই অকাল ভোট হয়েছে। লোকসভা ভোটে রায়বরেলী এবং ওয়েনাড় কেন্দ্র দুই আসনেই জয়ী হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। পরে তিনি ওয়েনাড় আসনটি ছেড়ে দেন। দাদার প্রাক্তন আসনে ভোটে লড়তে নামেন বোন প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। ভোটের ফল বলছে, ওয়েনাড়ে সিপিআই প্রার্থীকে চার লক্ষেরও বেশি ভোটে হারিয়ে প্রথম বার লোকসভায় যাচ্ছেন তিনি। মহারাষ্ট্রের নান্দেড় লোকসভা আসনটিও ধরে রাখতে পেরেছে কংগ্রেস। তবে কোনও রকমে। উত্তরপ্রদেশে কৌতূহলের কেন্দ্রে ছিল বিজেপি। কারণ, এই রাজ্যের সবচেয়ে বেশি (৯) বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয়েছিল। লোকসভা ভোটে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি (এসপি)-র চমকদার ফলাফল করে বিজেপিকে চাপে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু এসপি-র সাফল্যের সেই ধারা উপনির্বাচনে রইল না। নয় আসনের মধ্যে ছ'টিতে জিতল বিজেপি। একটিতে বিজেপির জোটসঙ্গী দল আরএলডি। মাত্র দু'টিতে এসপি। উল্টে এসপি-র হাতে থাকা দু'টি আসন ছিনিয়ে নিল বিজেপি।

অসমে পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি তিনটি আসন নিজেদের দখলে রাখার পাশাপাশি একটি আসন কংগ্রেসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। তবে কংগ্রেসের মুখে হাসি ফুটিয়েছে কর্নাটক। সেখানকার দু'টি বিধানসভা কেন্দ্র বিজেপি এবং তাদের জোটসঙ্গী জেডিএস-এর থেকে জিতে নিয়েছে 'হাত' শিবির। ঘটনাচক্রে, ওই দু'টি আসনের বিধায়ক ছিলেন রাজ্যের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচডি কুমারস্বামী এবং বাসবরাজ বোম্মাই। মধ্যপ্রদেশের বিজয়পুর কেন্দ্রের বিধায়ক কংগ্রেসের টিকিটে জিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে উপনির্বাচনের ফল বলছে, এই আসনটি এ বারও নিজেদের দখলে রাখছে কংগ্রেস। অন্য দিকে, পঞ্জাবের বার্নালা আসনটি আপের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে কংগ্রেস।

মরুরাজ্য রাজস্থানেও কংগ্রেসের শক্তিক্ষয়ের ইঙ্গিত স্পষ্ট। সাতটি বিধানসভা আসনের মধ্যে পাঁচটি নিজেদের দখলে রাখছে বিজেপি। বিহারেও দেখা গিয়েছে বিজেপি এবং এনডিএ-র দাপট। আরজেডি-র জেতা দু'টি আসনে এ বার ফুটেছে পদ্মফুল। সিপিআইএমএল-এর থেকেও একটি আসন জিতে নিয়েছে বিজেপি। দেশে বিধানসভা উপনির্বাচনের সামগ্রিক ফল বলছে, কংগ্রেসের আসনসংখ্যা ১৩ থেকে কমে সাত হচ্ছে। পক্ষান্তরে ১১ থেকে ২০ হয়ে শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে বিজেপির।

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে দ্বন্দ্বে শিন্দে-ফডণবীস

নেতৃত্বের বড় অংশ দেবেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রী পদে দেখতে চাইছেন। তা ছাড়া শিন্দে শিবিরের সঙ্গে যখন বিজেপির জোট হয়েছিল, সে সময়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে বড় শরিক হয়েও একনাথকে মুখ্যমন্ত্রী করতে বাধ্য হয় বিজেপি। ফলে দেবেন্দ্রের মুখ্যমন্ত্রী পদ দীর্ঘ সময় ধরে পাওনা রয়েছে বলেই মনে করে বিজেপি। দেবেন্দ্র ফের এক বার মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে বঞ্চিত হন, এমনটি চাইছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাতে রাজ্যে বিজেপি বিধায়ক-কর্মীদের মনোবল নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা দলের।

তা ছাড়া লোকসভায় খারাপ ফলের পাঁচ মাসের মধ্যে পট পরিবর্তনের পিছনে যে দেবেন্দ্র মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তা ঘরোয়া ভাবে মেনে নিচ্ছেন দলীয় নেতারা। লোকসভায় ভরাডুবির পরে দেবেন্দ্র নিজে নাগপুরে গিয়ে আরএসএস নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বার বৈঠক করে উভয় শিবিরের দূরত্ব কমিয়ে আনেন। যার সার্বিক ফায়দা দল নির্বিশেষে ভোটের বাক্সে পেয়েছে গেরুয়া শিবির।

বিজেপির কেন্দ্রীয় এক নেতার কথায়, "আজকের ফলের পরে শিন্দে শিবিরের উচিত মুখ্যমন্ত্রিত্বের দাবি নিজে থেকেই ছেড়ে দেওয়া। যাতে এ নিয়ে শরিকদের মধ্যে বিরোধের পরিস্থিতি তৈরি না হয়।" জয়ের দিনে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে বিতর্ক বাড়াতে চাননি দেবেন্দ্র। তিনি কেবল বলেন, "তিন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বৈঠক করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।"

পিছিয়ে নেই শিন্দে শিবির। এনডিএ জোটের আজকের এই বিপুল জয়ের পিছনে একনাথ শিন্দেই প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন বলে পাল্টা প্রচারে নেমে পড়েছে শিবসেনা। শিন্দে সমর্থকদের দাবি, লোকসভায় খারাপ ফলের পরে জনসমর্থন ফিরে পেতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একাধিক জনমোহিনী নীতি হাতে নেন। যার মধ্যে রয়েছে 'লাড়কি বহিন' যোজনা। মহিলাদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেওয়ার ওই প্রকল্পের সাফল্য ভোটের ফল এনডিএ-র পক্ষে ঘুরিয়ে দিয়েছে বলেই সরব হয়েছেন শিন্দে ঘনিষ্ঠরা। তাঁদের মতে, ওই প্রকল্প আনায় মহারাষ্ট্রের মহিলাদের বিপুল সমর্থন পেয়েছেন এনডিএ প্রার্থীরা। শিন্দে শিবিরের বড় অংশ তাই চান না বিজেপির চাপের মুখে নতিস্বীকার করে মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দিক দল। দলের অবস্থান স্থির করতে মুম্বইয়ের একটি হোটেলেসব জয়ী বিধায়কদের বৈঠক ডেকেছে শিবসেনা। সেখানেই বিধায়ক দলের নেতা বেছে নেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দল।

মুখ্যমন্ত্রী পদ পেতে বিজেপি কতটা অনড় অবস্থান নেয় তার উপরেও জোটের সমীকরণ নির্ভর করছে বলেই মনে করছেন রাজনীতিকরা। বিজেপি যদি মুখ্যমন্ত্রী পদ পেতে প্রবল ভাবে চাপ বাড়ায় সে ক্ষেত্রে একনাথ শিন্দে গোষ্ঠীর এনডিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজেপি নেতাদের পাল্টা মত, আজকের ফলের পরে শিন্দেরা সরকার ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কেবল অজিত পওয়ারের সমর্থন নিয়েই সরকার গড়ে ফেলতে সক্ষম হবে বিজেপি। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই পরিস্থিতিতে দেবেন্দ্রকে মুখ্যমন্ত্রী করতে গিয়ে শিবসেনাকে হারানোর ঝুঁকি কি নেবে বিজেপি?

১-ম পাতার পর

তৃণমূলে-তৃণমূলে মারপিট ঘাটালে

ভাঙা হয় চেয়ার-টেবিলও।

দেব পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে তাতে লাভ হয়নি। পরিস্থিতি ক্রমশ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে আসে স্থানীয় থানার পুলিশ। তারাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের। শঙ্করের কমিটি তৈরির কথা জানতেন বলে জানান দেব। তিনি বলেন, "এমন পরিস্থিতি কেন হল, তা বুঝতে পারছি না। আমি স্তম্ভিত। মেলার জন্য এখানে একটা কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। সেই বৈঠকে আমাকে প্রথমে ডাকা হয়নি, কিন্তু জানতে পারি এক তরফা বৈঠক করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি গঠনের আগে আমার কাছে অনুমতি নিয়েছিল।" তবে রবিবার কেন আবার বৈঠক ডাকা হয়েছিল? ঘাটালের সাংসদ বলেন, "এক তরফা কমিটি না হয়ে যাতে শঙ্করের মানরক্ষা হয় সেই কারণে আজ দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসার কথা ছিল।" পরে ঘাটালের মানুষের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেন দেব। তিনি বলেন, "আমি কথা দিচ্ছি এমন ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। দেব সাংসদ থাকুক বা না থাকুক।"বৈঠকে দুই গোষ্ঠীর কোন্দলকে 'ষড়যন্ত্র' বলে মনে মনে করছেন শঙ্কর। তিনি বলেন, "এমন হবে ভাবতে পারিনি। পরিকল্পিত ভাবে ঘটানো হয়েছে। আমি মনে করি এটা ষড়যন্ত্র ছিল। জানি না কেন নিজের মধ্যে গন্ডগোল করল।" তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে গন্ডগোলের ঘটনায় বৈঠকই শুরু করা যায়নি। কিছু ক্ষণ পরেই ঘটনাস্থল ছাড়েন দেবও।

২ পাতার পর

ভোট-কারচুপি ঢাকতে সম্ভলের মসজিদে পরিকল্পিত হিংসা বিজেপির', বিস্ফোরক অখিলেশ

বিজেপি। এই জয় নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন অখিলেশ।শাহী জামা মসজিদ সংক্রান্ত মামলাটি করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিষ্ণু শংকর জৈন। মামলায় তিনি দাবি করেন, অতীতে ছিল হরিহর মন্দির। মুঘল আমলে তা ভেঙে মসজিদ তৈরি হয়। ১৫২৯ সালে এই কাজ করেন মুঘল বাদশা বাবর। বিষ্ণু শংকর জৈনের মামলার ভিত্তিতে মসজিদ সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। গত ১৯ নভেম্বর পুলিশ মোতায়েনে প্রথম দফায়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত',

(১১৬ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাত অর্থাৎ দেশের সমষ্টিগত প্রয়াসের কথা, দেশের উপলব্ধির কথা, জনমানুষের সক্ষমতার কথা, মন কি বাত অর্থাৎ দেশের তরুণদের স্বপ্ন, দেশের নাগরিকদের আকাঙ্খার কাহিনী। আমি গোটা মাস ধরে মন কি বাতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, যাতে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারি। কত খবরাখবর, কত বার্তা! আমার সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকে যাতে বেশি-বেশি করে আপনাদের বার্তা পড়তে পারি, আপনাদের পরামর্শ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে পারি।

বন্ধুরা, আজ অত্যন্ত বিশেষ একটা দিন - আজ এনসিসি দিবস। এনসিসি-র কথা উঠলেই আমাদের স্কুল-কলেজের দিনগুলো মনে পড়ে যায়। আমি নিজেও এনসিসি-র ক্যাডেট ছিলাম আর তাই সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি যে এখান থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা আমার কাছে অমূল্য। এনসিসি তরুণদের মধ্যে অনুশাসন, নেতৃত্ব আর সেবার ভাবনা তৈরি করে। আপনারা নিজেদের চারপাশে দেখেছেন হয়ত, যখনই কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়, সেটা বন্যা পরিস্থিতি হোক, কোথাও ভূমিকম্প হয়ে থাকুক, কোনও দুর্ঘটনা ঘটে থাকুক, সেখানে সহায়তা করার জন্য নিশ্চিতভাবে এনসিসি ক্যাডেটরা উপস্থিত হয়ে যান। আজ দেশে এনসিসি-কে শক্তিশালী করার জন্য নিরন্তর কাজ চলছে। ২০১৪ সালে প্রায় চোদ্দ লক্ষ তরুণ এনসিসি-র সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখন ২০২৪ সালে, কুড়ি লক্ষেরও বেশি তরুণ এনসিসি-র সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আগের তুলনায় আরও পাঁচ হাজার স্কুল-কলেজে এনসিসি-র সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, আর সবথেকে বড় কথা, আগে এনসিসি-তে মেয়ে ক্যাডেটের সংখ্যা থাকত পঁচিশ শতাংশের মত। এখন এনসিসি-তে মেয়ে ক্যাডেটদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ শতাংশের মত হয়ে গিয়েছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত তরুণদের বেশি-বেশি করে এনসিসি-তে যুক্ত করার অভিযানও চলছে নিরন্তর। আমি তরুণদের কাছে অনুরোধ জানাব যে তারা যেন বেশি-বেশি সংখ্যায় এনসিসি-র সঙ্গে যুক্ত হন। আপনারা দেখবেন, যে কোনও কেরিয়ারই আপনি বেছে নিন না কেন, আপনার ব্যক্তিত্ব নির্মাণে এনসিসি থেকে বড় সহায়তা পাওয়া যাবে।

বন্ধুরা, বিকশিত ভারতের নির্মাণে তরুণদের ভূমিকা খুব বড়। তরুণ মন আজ যখন একজোট হয়ে দেশের অগ্রগতির জন্য গভীরভাবে ভাবে চিন্তাভাবনা করে, তখন নিশ্চিতভাবে একটা কার্যকরী পথ বের হয়। আপনারা জানেন যে ১২ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তীতে দেশ 'যুবদিবস' পালন করে। আগামী বছর স্বামী বিবেকানন্দজীর ১৬২তম জন্মজয়ন্তী। এবার এটি অত্যন্ত বিশেষভাবে পালন করা হবে। এই উপলক্ষে ১১ ও ১২ জানুয়ারি দিল্লীর ভারত মণ্ডপমে তরুণদের আলাপ-আলোচনার মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, আর এই উদ্যোগের নাম 'বিকশিত ভারত ইয়ং লীডার্স ডায়লগ'। গোটা ভারত থেকে কোটি-কোটি তরুণ অংশ নেবে এখানে।

গ্রাম, ব্লক, জেলা, রাজ্য থেকে উঠে আসা বাছাই করা এমন দু'হাজার তরুণ ভারত মণ্ডপমে "বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডায়লগ" এর জন্য একত্রিত হবেন। আপনাদের মনে থাকবে আমি লালকেল্লার প্রাকার থেকে এমন তরুণদের রাজনীতিতে আসার আহ্বান জানিয়েছিলাম। যাদের পরিবারে কোন ব্যক্তি অর্থাৎ সমগ্র পরিবারের কারোর পলিটিকাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। এমন এক লক্ষ তরুণদের, নবীন যুবদের রাজনীতিতে যুক্ত করার জন্য দেশে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ অভিযান চলবে। বিকশিত ভারত ইয়াং লিডারস ডায়লগও এমনই এক প্রয়াস। এতে দেশ-বিদেশ থেকে এক্সপার্টরা আসবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও থাকবেন। আমিও সেখানে বেশিরভাগ সময় উপস্থিত থাকবো। তরুণরা আমাদের সামনে নিজেদের আইডিয়াগুলি ব্যক্ত করার সুযোগ পাবেন। আমাদের দেশ এই আইডিয়াগুলি নিয়ে কীভাবে অগ্রসর হতে পারে? কিভাবে একটি মজবুত রোড ম্যাপ তৈরি হতে পারে তার একটি ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হবে। তাহলে আপনারাও প্রস্তুত হোন। যারা ভারতের ভবিষ্যতের নির্মাণকারী, যারা দেশের আগামী প্রজন্ম, তাদের জন্য খুব বড় একটা সুযোগ আসছে। আসুন সবাই মিলে দেশ গড়ি, দেশকে বিকশিত করি।

আমার প্রিয় দেশবাসী মন কি বাতে আমরা প্রায়শই এমন তরুণদের বিষয়ে আলোচনা করি, যারা নিঃস্বার্থভাবে সমাজের জন্য কাজ করে। এমন কত যুবা আছে যারা মানুষের ছোট ছোট সমস্যাগুলির সমাধানে রত। আমরা যদি আমাদের চারপাশে দেখি তাহলে কত মানুষকেই দেখতে পাবো যাদের কোনো না কোনো ধরনের সাহায্য প্রয়োজন, কোন তথ্য প্রয়োজন। আমার এটা জেনে ভালো লেগেছে যে কিছু যুবা একত্রিত হয়ে এই ধরনের বিষয়গুলি নিয়ে ভাবছেন । যেমন লখনৌয়ের বাসিন্দা বীরেন্দ্র যিনি প্রবীণদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট এর কাজে সহায়তা করেন।

আপনারা তো জানেনই নিয়ম অনুযায়ী Pensioner-দের বছরে একবার life certificate জমা করাতে হয়। ২০১৪ পর্যন্ত এটার প্রক্রিয়া এমন ছিল যে বয়স্কদের ব্যাংকে গিয়ে নিজেকেই জমা করাতে হতো। আপনারা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছেন যে এজন্য আমাদের প্রবীনদের কতটা অসুবিধা হতো। এখন এই ব্যবস্থা বদলে গেছে। এখন digital life certificate আসায় বিষয়গুলো অনেক সুবিধা-জনক হয়ে গেছে। প্রবীনদের ব্যাংকে যেতে হয় না। Technology'র কারণে যাতে প্রবীনদের কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য বীরেন্দ্রর মতো যুবদের অনেক বড় ভূমিকা আছে। তিনি নিজের এলাকায় প্রবীনদের এ বিষয়ে সচেতন করে তোলেন। এটুকুই নয়, তিনি প্রবীনদের tech savvy'ও করে তুলছেন, এমন প্রচেষ্টার জন্যেই এখন digital life certificate পাওয়া মানুষের সংখ্যা ৮০ লক্ষ'র গন্ডি ছাড়িয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে, দু লক্ষেরও বেশি এমন কিছু প্রবীণ মানুষ রয়েছেন, যাদের বয়েস আশি'রো বেশী।

বন্ধুরা, অনেক শহরেই যুবরা প্রবীনদের digital বিপ্লবে অংশীদার করে তুলতেও এগিয়ে আসছেন। ভূপালের মহেশ নিজের এলাকায় বহু প্রবীনদের মোবাইলের মাধ্যমে পেমেন্ট করা শিখিয়েছেন। সেইসব প্রবীণদের কাছে smart phone তো ছিল কিন্তু তার সঠিক প্রয়োগ দেখিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। প্রবীনদের digital arrest-এর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেও যুবরা এগিয়ে এসেছে। আহমেদাবাদের রাজীব মানুষকে digital arrest-এর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেন। আমি মন কি বাতের গত episode এ digital arrest সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। প্রবীনরা'ই সবচেয়ে বেশি এ ধরনের অপরাধের শিকার হন। সেজন্য আমাদের দায়িত্ব তাদের সচেতন করে তোলা আর cyber fraud থেকে বাঁচতে সাহায্য করা। আমাদের বারবার মানুষকে বোঝাতে হবে যে digital arrest বলে সরকারের কোন নিয়ম নেই- এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, মানুষকে ফাঁসানোর একটা ষড়যন্ত্র; আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের যুব বন্ধুরা এই কাজে পূর্ণ সংবেদনশীলতার সঙ্গে অংশ নিচ্ছেন, এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করছেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আজকাল বাচ্চাদের পড়াশোনা নিয়ে নানা ধরনের প্রয়োগ হচ্ছে। প্রচেষ্টা এটাই থাকে যে আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি যাতে আরো বাড়ে, বইয়ের প্রতি ভালোবাসা আরো বাড়ে, এবং এটা বলাও হয়ে থাকে যে বই মানুষের সবথেকে ভালো বন্ধু, আর এই বন্ধুত্বকে আরো মজবুত করার জন্য, লাইব্রেরীর থেকে ভালো জায়গা আর কি হতে পারে। আমি চেন্নাই-এর একটি উদাহরণ আপনাদের সবার সঙ্গে ভাগ করতে চাই। এখানে বাচ্চাদের জন্য এমন একটি লাইব্রেরী তৈরি করা হয়েছে, যা ক্রিয়েটিভিটি এবং লার্নিং এর হাব হিসেবে গড়ে উঠেছে। এটি প্রকৃত অরিওয়গম নামে পরিচিত। এই লাইব্রেরীটির আইডিয়া, টেকনোলজির দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত শ্রীরাম গোপালনের মস্তিষ্কপ্রসূত। বিদেশে নিজের কর্মসূত্রে তিনি লেটেস্ট টেকনোলজির সঙ্গে বরাবর যুক্ত থেকেছেন। কিন্তু তিনি বাচ্চাদের মধ্যে পড়া এবং শেখার অভ্যাস বিকশিত করার ব্যাপারেও ভাবতে থাকেন। ভারতে ফিরে তিনি প্রকৃত অরিওয়গম তৈরি করেন। এখানে ৩ হাজারেরও বেশি বই আছে, যেটা পড়ার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগেই থাকে। বই ছাড়াও এখানে হওয়া নানারকমের একটিভিটিও বাচ্চাদের আকর্ষণের কারণ। স্টোরি টেলিং সেশন হোক বা আর্ট ওয়ার্কশপ, মেমারি ট্রেনিং ক্লাস বা রোবোটিক্স লেসন, নয়তো পাবলিক স্পিকিং.. এখানে সব বাচ্চাদেরই পছন্দমত কিছু না কিছু রয়েছে।

বন্ধুরা, হায়দ্রাবাদের ফুড ফর থট ফাউন্ডেশন অনেকগুলি চমৎকার লাইব্রেরী বানিয়েছে। এদেরও প্রচেষ্টা এটাই যে বাচ্চাদের যতটা বেশি সম্ভব বিষয়ের উপর সামগ্রিক জ্ঞানের পাশাপাশি পড়ার জন্য বই উপলব্ধ হোক। বিহারের গোপালগঞ্জের 'প্রয়োগ লাইব্রেরী' সম্পর্কে তো আশেপাশের অনেক শহরেই চর্চা হয়ে থাকে। এই লাইব্রেরি থেকে আশেপাশের প্রায় ১২টি গ্রামের যুবকেরা বই পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে, তার সঙ্গে এই লাইব্রেরীতে পড়াশোনা সম্বন্ধিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যায়। কিছু লাইব্রেরী তো এমনও আছে, যেগুলি প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছাত্রদের সাহায্য করে থাকে। এটা দেখে খুবই ভালো লাগছে যে, সমাজকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আজ লাইব্রেরীগুলির চমৎকার ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনারাও বইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বাড়ান, আর দেখুন কিভাবে আপনার জীবনেও পরিবর্তন আসে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমি গত পরশু রাতে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ গায়ানায় থেকে ফিরলাম। ভারত থেকে হাজার হাজার কিলোমিটারের দূরত্বে, গয়ানাতেও, একটা গরহর ভারত বাস করে। আজ থেকে প্রায় ১৮০ বছর আগে, গয়ানাতে, কৃষিশ্রমিক হিসেবে ও অন্যান্য কাজের জন্য ভারত থেকে লোক নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আজ গয়ানাতে ভারতীয় বংশোদ্ভুত লোকেরা রাজনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গয়ানাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। গয়ানার রাষ্ট্রপতি ড. ইরফান আলিও একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত, যিনি তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়ে গর্বিত। আমি যখন গয়ানায় ছিলাম, তখন আমি একটা বিষয়ে নিয়ে ভেবেছিলাম- যেটা আমি 'মন কি বাত'-এ আপনাদের সঙ্গে ঝযধৎব করছি। গয়ানার মতো, বিশ্বের অগুণিত দেশে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ভারতীয় রয়েছেন। কয়েক দশক পূর্বের, ২০০-৩০০ বছর আগের, পূর্বপুরুষদের তাঁদের নিজস্ব কাহিনী আছে। আপনারা কি এমন সব কাহিনী খুঁজে বার করতে পারবেন যে কিভাবে ভারতীয় প্রবাসীরা অন্য অন্য দেশে নিজের পরিচয় তৈরী করেছেন! কি করে তাঁরা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন! কিভাবে তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য জীবিত রেখেছেন? আমি চাই আপনারা এমন ধরণের সত্য কাহিনী খুঁজুন, আর আমার সঙ্গে share করুন। আপনারা এই কাহিনীগুলো NaMo app এ বা mygov-এ #IndianDiaspora Stories দিয়েও share করতে পারেন।

বন্ধুরা, আপনি ওমানে একটি extraordinary project দেখতে পাবেন যা খুবই আকর্ষণীয়। বহু ভারতীয় পরিবার বহু শতাব্দী ধরে ওমানে বসবাস করছেন। তাঁদের অধিকাংশই গুজরাটের কচ্ছ থেকে গিয়ে ওখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এঁনারা তাঁদের ব্যবসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ link তৈরী করেছিলেন। আজ তাঁদের ওমানের নাগরিকত্ব আছে, কিন্তু ভারতীয়ত্ব তাঁদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে। ওমানে ভারতীয় দূতাবাস এবং National Archives of India সহযোগিতায় একটি team এই পরিবারগুলির ইতিহাস সংরক্ষণ করার কাজ শুরু করেছে।

এই অভিযানের আওতায় এ পর্যন্ত হাজার হাজার নথি সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডায়েরি, একাউন্ট বুক , লেজরস, চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম। এই নথির মধ্যে ১৮৩৮ সালের কিছু নথিও রয়েছে। এই নথিগুলিতে অনেকরকম চিন্তাভাবনা রয়েছে। বহু বছর আগে তারা যখন ওমানে পৌঁছেছিলেন তখন তারা কী ধরনের জীবনযাপন করেছিলেন, তারা যে সুখ-দুঃখের মুখোমুখি হয়েছেন এবং ওমানের জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কীভাবে এগিয়েছে, সেগুলিও এই নথির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। Oral history projectও এই মিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এই মিশনে, সেখানকার প্রবীন মানুষেরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন। জনগণ তাঁদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিয়েছেন।

বন্ধুরা, এরকম একটি Oral history project ভারতেও হচ্ছে। এই প্রজেক্টের আওতায় ইতিহাসপ্রেমীরা দেশভাগের সময়কার অভিজ্ঞতার কথা তৎকালীন নিপীড়িত মানুষদের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করছেন। দেশভাগের বীভৎসতা দেখেছেন এমন মানুষ বর্তমানে দেশে খুব কমই আছেন। এমতাবস্থায় এরকম একটি প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। বন্ধুরা, যে দেশ, যে অঞ্চল ইতিহাসকে লালন করে, তার ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত থাকে। এই ভাবনা থেকেই একটি প্রয়াসের সূত্রপাত হয়েছে যেখানে গ্রামের ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য একটি ডিরেক্টরি তৈরি করা হচ্ছে। চলছে ভারতের প্রাচীন সমুদ্র ভ্রমণের সামর্থ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রামাণ্য জোগাড়ের কাজ। লোথালে, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত, একটি বিশাল

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩১৭ সংখ্যা ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ সোমবার ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

নানা মত বঙ্গ বিজেপিতে

উপনির্বাচনে বিজেপির বিপর্যস্ত দশা আরও এক বার প্রকট হল। সচরাচর এ রাজ্যে উপনির্বাচনের ফল শাসক দলসের পক্ষে যায়। সে দিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় 'চমকহীন'। কিন্তু তার মধ্যেও মাদারিহাট বিধানসভা আসন খুইয়ে ধাক্কা খেতে হল পদ্ম শিবিরকে। লোকসভা নির্বাচনের মাসখানেকের মধ্যে উপনির্বাচনে রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা ও রায়গঞ্জ হাতছাড়া হয়েছিল বিজেপির।সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর মতে, "বাংলায় উপনির্বাচন কী ভাবে হয়, আমরা জানি। তৃণমূলের ভোট বাড়ে না, বাড়ানো হয়! এক লক্ষ ষাট, এক লক্ষ তিরিশ হাজার এই রকম সব ব্যবধান হয়। এর মধ্যে তালডাংরা, মেদিনীপুরে আমাদের ভোট কিছুটা বেড়েছে। হাড়োয়ায় বাম-সমর্থিত আইএসএফ দ্বিতীয়। বেশি কিছু আশা করিনি। বিজেপির ভোট সব জায়গায় কমেছে, এটা মাথায় রেখেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে।"তারও আগে উপনির্বাচনে তারা হেরেছিল শান্তিপুর, দিনহাটা, ধূপগুড়িতে। এ বার উত্তরবঙ্গে একটি আসন হারানোর পাশাপাশি ভোটও কমে গিয়েছে বিজেপির।

চতুর্মুখী লড়াইয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এ বার আলাদা করে ময়দানে ছিল বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস। বিজেপির যখন ভোট কমছে, বামেদের ভোটে আর নতুন করে ক্ষয় হয়নি। মেদিনীপুর ও তালডাংরা আসনে বামেদের ভোট কিছুটা বেড়েছে। হাড়োয়ায় বিজয়ী তৃণমূলের সঙ্গে অনেক ব্যবধান থাকলেও দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন বাম-সমর্থিত আইএসএফ প্রার্থী পিয়ারুল ইসলাম। নৈহাটি আসনে এ বার বামফ্রন্টের সমর্থনে লড়েছিল সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন। সেখানে লোকসভার তুলনায় বাম ভোট অর্ধেক হয়েছে। তবে সার্বিক ভাবে বাম ভোট একই রকম আছে। সিপিএম নেতৃত্ব মনে করছেন, বিজেপি দুর্বল হলে রাজ্যে দ্বিমেরু রাজনীতির ছবিও বদল হবে। সেই জায়গা নেওয়ার জন্য সাংগঠনিক ভাবে আরও সক্রিয় হওয়ার কথা বলছেন তাঁরা। বিজেপিতে অবশ্য 'দুঃসময়ে' নানা মত রয়েছে দলের অন্দরে। দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার দাবি করেছেন, 'উপনির্বাচনে এই রকম হয়। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন জিতে বিজেপি সরকার গঠন করবে!' তাঁর সংযোজন, 'কালিয়াগঞ্জ দৃষ্টান্ত হতে পারে। সেখানে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে উপনির্বাচনে হেরে গিয়েছিলাম। প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও ২০২১ সালে বিজেপি জিতেছিল। ২০২৪ সালেও জিতেছে। আবার ২০২৬ সালে জিতব। উপনির্বাচন দিয়ে বিচার হয় না।' উপনির্বাচনের ফলকে গুরুত্ব দিতে চাননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তাঁর বক্তব্য, 'এটা নিয়ে আমরা ভাবিত নই। বাংলায় উপনির্বাচন হয় না। মাদারিহাটে যখন সাধারণ নির্বাচন হবে, বিজেপি ৩০-৪০ হাজার ভোটে জিতবে। নৈহাটি, তালডাংরা ও মেদিনীপুরে '২৬-এ বিজেপিই জিতবে।'যদিও বিজেপির একাংশের দাবি, নিচু তলায় দলকে শক্তিশালী করতে না-পারাই ধারাবাহিক ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। শাসক দলের 'গা-জোয়ারি'র পাশাপাশি অসংখ্য বুথে দলের সাংগঠনিক ব্যর্থতার কারণেও যে এজেন্ট বসানো সম্ভব হয়নি, তা স্বীকার করে নিচ্ছেন দলের অনেক নেতাই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর বক্তব্যেও কার্যত তার প্রতিফলন শোনা গিয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমি একটা জিনিস উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে বলতে পারি যে, নির্বাচনমুখী সংগঠন ও আন্দোলনমুখী দল বা মোর্চা তৈরি করতে হবে। ভার্চুয়াল, ইন্ডোর বৈঠক কম করে রাস্তায় নামতে হবে। কারণ, আমাদের হাতে মাত্র একটি বছর আছে।" দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'প্রচার, রণকৌশল, সংগঠন পুরো প্রক্রিয়ায় কোথায় ভুল হচ্ছে, কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে হবে। সংগঠনে রদবদল হবে। নতুন লোক আসবেন দায়িত্বে। তাঁরা খুঁজে বার করবেন, কোথায় ভুল হচ্ছে। বারবার কেন এই রকম ফল হচ্ছে, এটা তো ভাবনার বিষয়।' রাজ্য বিজেপির সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালবীয় থেকে শুরু করে অর্জুন সিংহেরা অবশ্য নির্বাচন কমিশনকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

নগ্ন হয়ে শয়ন করে, বেশী ঘুমায় অথবা প্রভাতে, সায়াহ্নে বা দিনে নিদ্রা যায়, যাদের দাঁত অসংস্কৃত, পরিধেয় বস্ত্র মলিন এবং হাত বিকৃত তাদের গৃহে আমি কখনো গমন করি না। আমি সে গৃহেই বাস করি, যে সকল গৃহে সাদা কবুতর রয়েছে, যেখানে গৃহিনী উজ্জ্বল ও সুশ্রী, যেখানে কলহ নাই, ধানের বর্ণ স্বর্ণের মত, চাল রূপার মত এবং অন্ন-তুষহীন। যে গৃহস্থ পরিজনের মধ্যে ধন ও ভোগ্যবস্তু সমান ভাগ করে ভোগ করেন, **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

রীতি। জৈন কল্পসূত্র অনুযায়ী এই রাত্রিতে মহাবীরের মহাপ্রয়াণ হয়েছিল; জৈন মতে তিনি পরম 'মুক্তি' লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন দেবতারা সেই রাত্রিতে দীপ জ্বালিয়েছিলেন। ... অন্যদিকে আঠারজন শাসক দীপের আলো জ্বালিয়েছিলেন এই ভেবে যে 'প্রজ্ঞার আলো যখন নিভে গেছে, তখন এস আমরা জাগতিক বিষয়গুলিকে আলোকিত করি" (৫২-৩)।

দীপান্বিতা রাত্রিতে লক্ষ্মীর পুজো করার প্রথা উত্তর ভারতে প্রচলিত। সম্ভবত এ প্রথার পেছনে জৈন প্রভাব আছে, কারণ জৈনরা বাণিজ্যিক সম্প্রদায় ছিল। কিন্তু মোক্ষের সঙ্গে লক্ষ্মীর যোগ নেই। লক্ষ্মী ধর্ম অর্থ কামু এই ত্রিবর্গের মাতৃকা। মোক্ষ, চতুর্থ বর্গ, অপবর্গ - লক্ষ্মীর সঙ্গে যুক্ত নয়। কাজেই দীপান্বিতায় লক্ষ্মীপুজো জৈন প্রভাব হওয়া খুবই সম্ভবপর, সম্ভবত প্রাচীন কালে ছিল না।

এ কথাও ঠিক যে হরপ্পায় দীপান্বিতা প্রচলিত থাকার কোনও প্রমাণ নেই, যদিও ঊষার বোধনের একটা প্রমাণ আছে। ঊষা হরপ্পায় বর্তমান ছিলেন প্রমাণ আছে, আর ঊষার শারদীয়া বোধন হত তার প্রমাণ আছে। ঊষার সঙ্গে যে নিশার উপাসনা হত, তিনিই কি দীপান্বিতা পুজোর আদি রূপ? আরও গবেষণা না হলে, আরও তথ্য না পাওয়া গেলে এই বিষয়ে নতুন করে কোনও অনুমান করার অর্থ নেই। তবে ভয়াল মাতৃকারা হরপ্পা সভ্যতায় ছিলেন আমরা দেখেছি। বোধনে প্রতীকী জন্ম আর দীপান্বিতায় প্রতীকী নির্বাণ, এই রূপক বড় সুন্দর। দীপান্বিতার আলো সেক্ষেত্রে মোক্ষের প্রতীক। দীপান্বিতা অমাবস্যায় প্রতীকী বলি সেক্ষেত্রে এই প্রতীকী নির্বাণের বহধপঃসবহঃ হতে পারে।

ঐতরেয় আরণ্যকে আমাদের বয়াংসি বলা হয়েছিল, ভুলে গেলে চলবে না। পক্ষীমাতৃকা রূপটির সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্ক। নেপালের একটি চামুণ্ডা মূর্তির ছবি দেখুন, বলাকার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি। চামুণ্ডা, চতুর্দশ শতক, নেপাল। বর্তমান অবস্থান লস এঞ্জেলস কাউন্টি মিউজিয়াম অভ আর্ট।

পাণ্ডু রাজার ঢিবি ও চন্দ্রকেতুগড় বিষয়ে বলা দরকার যে বহুল প্রচলিত পক্ষীমাতৃকা যেহেতু উড়ানের আবহ রচনা করেন, সেজন্য তিনি স্থানান্তরে গমন, মহানিষ্ক্রমণ এবং অধোঃজগত থেকে উর্ধ্বে মহাপ্রস্থানের পরিমণ্ডলের স্রষ্টা, সেজন্য এই পক্ষীমাতৃকা মোক্ষ ও কৈবল্যর আদিম প্রতীক হতে পারেন। প্রসঙ্গত জানতে পারা যায় যে হেমন্তের নবান্নে (যার সময় কালীপুজোর সঙ্গে সমাপতিত হয় অনেকাংশে) বায়সদের খাদ্য নিবেদনের প্রথা বাঙালির গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত, চন্দ্রকেতুগড় সভ্যতায় এরকম টেরাকোটা ফলক পাওয়া গেছে যেখানে পাখীদের একটি পাত্রে খাবার দেওয়া হচ্ছে, যেটার ধর্মীয় অনুষঙ্গ আছে বলে মনে করা যায় (দে এবং দে ৫২৮-৫৩৫)। (পক্ষী)মাতৃকাকে ভোগ নিবেদন করা কাজেই এই হৈমন্তিক উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত', (১১৬ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

জাদুঘরও তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও, যদি আপনার অবগতিতে কোনো লিপি, ঐতিহাসিক নথি বা কোনো হস্তলিখিত কপি থাকে, তাহলে আপনি ভারতের ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়ার সাহায্যে তা সংরক্ষণ করতে পারেন।

বন্ধুরা, আমি 'Slovakia-তে চলছে এমনই আর একটি প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানতে পেরেছি, যা আমাদের সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে জড়িত। এখানে প্রথমবারের মতো Slovak ভাষায় আমাদের উপনিষদকে অনুবাদ করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে জানতে পারা যায় সারা বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব কতটা। আমাদের সকলের জন্য এটা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, যে সারা বিশ্বে, এমন কোটি কোটি মানুষ আছেন যাদের হৃদয়ে ভারত বিরাজমান।

আমার প্রিয় দেশবাসী আমি এখন আপনাদের কাছে দেশের এমন একটি উপলব্ধির কথা তুলে ধরবো যেটা শুনে আপনাদের ভীষণ আনন্দ হবে ও গর্ববোধও হবে, আর যদি আপনারা না করে থাকেন তাহলে আফসোস-ও হতে পারে। বেশ কিছু মাস আগে আমরা 'Ek ped maa ke naam' অভিযানটি শুরু করেছিলাম।

দেশের বহু মানুষ এই অভিযানে প্রচন্ড উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। আমার বলতে ভীষণ ভালো লাগছে যে এই অভিযানের নিরিখে আমরা ১০০ কোটি গাছ লাগানোর গুরুত্বপূর্ণ পদাঙ্ক অতিক্রম করেছি। ১০০ কোটি গাছ! আর তাও মাত্র ৫ মাসে- এটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র আমার দেশবাসীর নিরলস পরিশ্রমের জন্য। এই একই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা জেনে আপনারা গৌরবান্বিত হবেন। 'Ek ped maa ke naam' অভিযান এখন বিশ্বের আরো অনেক দেশেই ছড়িয়ে পড়ছে। যখন আমি Guyana এ ছিলাম, সেখানেও আমি এই অভিযানটির সাক্ষী ছিলাম। সেখানে আমার সঙ্গে Guyana -র রাষ্ট্রপতি, ডক্টর ইরফান আলী ওর সহধর্মিনীর মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরাও, "Ek ped ma ke naam" অভিযানে শামিল হয়েছিলেন।

বন্ধুরা, দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই অভিযানটি নিরন্তর চলছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরে "ek ped maa ke naam" অভিযানের মাধ্যমে গাছ লাগানোর record তৈরি হয়েছে- এখানে ২৪ ঘন্টায় ১২ লক্ষেরও বেশি অনুর্বর এলাকায় গাছ রোপন করা হয়েছে। এই অভিযানটির জন্য ইন্দরের Revati Hills-এ অনুর্বর এলাকাগুলি এখন green zone-এ পরিণত হয়ে যাবে।

রাজস্থানের জয়সলমেরে এই অভিযানের মাধ্যমে একটি অভূতপূর্ব record সৃষ্টি হয়- এখানকার মহিলাদের একটি টিম এক ঘন্টায় ২৫ হাজার গাছ রোপন করেন। মায়েরা মায়ের নামে বৃক্ষ রোপণ করেন ও অন্যদেরও অনুপ্রেরণা জোগান। এখানে একটি জায়গাতেই পাঁচ হাজের বেশি মানুষ মিলিত হয়ে গাছ লাগান - এটাও একটি রেকর্ড। অভিজানের আওতায় "এক পেড় মাকে নাম" এই প্রকল্পের অধীনে বেশ কিছু সামাজিক সংস্থা স্থানীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে গাছ লাগাচ্ছেন। ওঁরা চেষ্টা করছেন যেখানে গাছ লাগানো হবে সেখানে পরিবেশের অনুকূল পুরো eco system develop করার। এই জন্য এই সংস্থাগুলি কোথাও ওষধি গাছ লাগাচ্ছেন, তো কোথাও পাখিদের বাসা বানানোর লক্ষ্যে বৃক্ষ রোপণ করছেন।

বিহারের 'Jeevika Self-help Group'-এর মহিলারা ৭৫ লাখ গাছ লাগানোর অভিযান চালাচ্ছেন। এঁদের focus ফল দেওয়া গাছের উপর যাতে পরবর্তী সময়ে আয়ের সংস্থানও হয়।

বন্ধুরা, এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে কেউ নিজের মায়ের নামে বৃক্ষ রোপণ করতে পারেন। যদি মা সঙ্গে থাকেন তাহলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গাছ লাগাতে পারেন, যদি না থাকেন তো তাঁর ছবি সঙ্গে নিয়ে এই অভিযানের অঙ্গ হতে পারেন। বৃক্ষের সঙ্গে নিজের ংবষভরব তুলে সুমড়া.রহ সাইটে পোস্টও করতে পারেন। মা আমাদের জন্য যা করেন্ আমরা কখনোই তাঁর ঋণ শোধ করতে পারিনা, কিন্তু তাঁর নামে একটি গাছ লাগিয়ে আমরা তাঁর উপস্থিতিকে সদা সর্বদা জীবিত রাখতে পারি।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আপনারা সবাই ছোটবেলায় চড়াই পাখি বা sparrow-কে নিজেদের বাড়ির ছাদে বা গাছগাছালিতে ডাকতে দেখেছেন। চড়াই পাখিকে তামিল ও মালায়ালামে কুরুভি, তেলুগুতে পিচ্চুকা আর কন্নড়ে গুব্বি বলে ডাকা হয়। প্রতিটি ভাষায় চড়ুইদের নিয়ে গল্প-গাথা বলা হয়। আমাদের চারপাশের biodiversity বজায় রাখার ক্ষেত্রে চড়ুই পাখিরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কিন্তু আজকাল শহরে চড়ুই পাখি বিরল। নগরায়নের প্রসারের কারণে চড়ুইরা আমাদের থেকে দূরে চলে গেছে। আজকের প্রজন্মের এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা চড়ুইদের কেবল ছবি বা ভিডিওতে দেখেছে। এইরকম বাচ্চাদের জীবনে এই মিষ্টি পাখিটিকে ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ কিছু অনন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

চেন্নাইয়ের কুডুগল ট্রাস্ট চড়াই পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিজেদের অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ওই সংস্থাটির লোকেরা স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এই বিষয়ে অবগত করেন যে চড়ুই পাখি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই সংস্থাটি বাচ্চাদের চড়াই পাখির বাসা তৈরি করার ট্রেনিং দেয়। এর জন্য সংস্থাটির লোকেরা ছেলে-মেয়েদের কাঠের টুকরো দিয়ে ছোট্ট ঘরের মতো বাসা তৈরি করা শিখিয়েছেন। এর মধ্যে চড়াই পাখিদের থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এটা একটা বিশেষ ধরনের বাসা যা যে কোনো ভবনের বাইরের দেওয়ালে অথবা গাছে লাগানো যেতে পারে। ছেলেমেয়েরা এই অভিযানে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে এবং চড়াই পাখিদের জন্য এমন অনেক বাসা তৈরি করা শুরু করেছে। গত চার বছরে এই সংস্থাটি চড়াই পাখিদের জন্য প্রায় দশ হাজার বাসা তৈরি করেছেন। কুড়ুগল ট্রাস্টের এই উদ্যোগে পাশাপাশি সব অঞ্চলে চড়াই পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আপনারাও নিজেদের আশেপাশে এমন প্রচেষ্টা করলে চড়াই পাখিরা নিশ্চিত রূপে আবার আমাদের জীবনের অংশ হয়ে উঠবে।

বন্ধুরা, কর্নাটকের মাইসুরুর একটি সংস্থা ছেলে মেয়েদের জন্য আর্লি বার্ড নামে একটি অভিযান শুরু করেছে। এই সংস্থাটি ছেলেমেয়েদের পাখিদের বিষয়ে জানানোর জন্য বিশেষ ধরনের একটি লাইব্রেরি পরিচালনা করে। শুধু তাই নয় ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধের ভাবনা তৈরি করার জন্য নেচার এডুকেশন কিটও তৈরি করেছে। এই কিটের মধ্যে শিশুদের জন্য স্টোরি বুক, গেমস, এক্টিভিটি শিটস এবং জিক্সপাজলস থাকে। এই সংস্থাটি শহরের ছেলেমেয়েদের গ্রামে নিয়ে যায় এবং তাদের পাখিদের সম্বন্ধে বলে। সংস্থাটির এই প্রচেষ্টার জন্য ছেলেমেয়েরা পাখিদের অনেক প্রজাতিদের চেনা শুরু করেছে। মন কি বাতের শ্রোতারাও এই ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নিজেদের আশেপাশের প্রকৃতিকে দেখার, বোঝার এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করার চেষ্টা করতে পারেন।

আমার প্রিয় দেশবাসীরা, আপনারা দেখে থাকবেন, যখনই কেউ "সরকারি দপ্তর"-এর কথা বলেন, আপনার মনে ফাইলের স্তূপের ছবি ভেসে ওঠে। সিনেমাতেও আপনারা এমনই কিছু ছবি দেখেছেন। সরকারি দপ্তরে এই ফাইলের স্তূপ নিয়ে কত যে মস্করা হয়, কত যে গল্প লেখা হয়ে গেছে; বছরের পর বছর অফিসে পড়ে পড়ে এই ফাইলগুলো ধুলোয় ভরে যেত, ময়লা জমতো সেখানে। এমনই বহু দশক পুরোনো এবং বাতিল ফাইল সরানোর জন্যে এক বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান পালন করা হয়েছে। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, সরকারি দপ্তরে এই অভিযানের দরুণ ভারি অদ্ভুত কিছু পরিণাম সামনে এসেছে। সাফসুতরো করার জন্যে দপ্তরের বেশ অনেকটা জায়গা খালি হয়ে গিয়েছে। এর ফলে, অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে বেশ একটা ওনারশিপ-এর ভাব এসেছে। নিজের কাজের জায়গা পরিষ্কার রাখার গুরুত্বও তাঁরা অনুভব করছেন।

বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই গুরুজনেদের বলতে শুনেছেন, যে, যেখানে স্বচ্ছতা, সেখানেই মা লক্ষ্মীর বাস। আমাদের এখানে "পাঁক থেকেই পদ্মের জন্ম" তো বহু পুরোনো প্রচলিত কথা। দেশের বেশ কিছু জায়গায় তরুণ প্রজন্ম, অব্যবহার্য, বাতিল জিনিস দিয়েই "পাঁক থেকে পদ্ম" তৈরি করছেন। নানারকমের ওহহড়াধঃরড়হ করছেন। এর দ্বারা তাঁরা আয় করছেন, আবার, রোজগারের দিকটিও বিকশিত হচ্ছে। এই নবীন প্রজন্ম নিজেদের চেষ্টায় সাসটেইনেবল লাইফস্টাইলকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মুম্বাইয়ের দুই কন্যার এই প্রয়াস, সত্যিই উদ্বুদ্ধ করার মত। অক্ষারা এবং প্রকৃতি নামের এই দুই কন্যে, কাপড়ের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে ফ্যাশনের অনেককিছু তৈরি করছেন। আপনারা তো জানেনই, কাপড় কেটে, সেলাই করার সময়ে কত ছোট ছোট টুকরো বাতিল ভেবে ফেলেই দেওয়া হয়। অক্ষরা আর প্রকৃতির টিম, ওই বাতিল কাপড়ের টুকরোগুলোকেই ফ্যাশন প্রোডাক্টে বদলে দেন। কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি টুপি, ব্যাগ, এসব হাতেহাতে বিক্রিও হয়ে যায়।

বন্ধুরা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে উত্তর প্রদেশের কানপুরেও খুব ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে কিছু মানুষ রোজ সকালে morning walk-এ বেরোন ও গঙ্গার ঘাটে ছড়ানো Plastic ও অন্যান্য জঞ্জাল তুলে নেন । এই দলকে 'Kanpur Ploggers Group' নাম দেওয়া হয়েছে। কিছু বন্ধু মিলে এই উদ্যোগ প্রথম শুরু করেন। জনগণের অংশগ্রহণের ফলে ক্রমে-ক্রমে তা এক বড় অভিযানের রূপ নেয়। শহরের প্রচুর মানুষ এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত। এখন এদের সদস্যরা দোকান ও বাড়ির জঞ্জালও তোলা শুরু করেছেন। এই জঞ্জাল দিয়ে Recycle Plant-Gi tree guard তৈরি করা হয়, অর্থাৎ, এই Group-এর লোকজন জঞ্জাল দিয়ে তৈরি tree guard দিয়ে গাছের সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেন।

বন্ধুরা, ছোট ছোট প্রচেষ্টার মাধ্যমে কি করে বড় সাফল্য পাওয়া যায়, তার এক উদাহরণ অসমের ইতিশা। ইতিশার পড়াশোনা দিল্লী ও পুণেতে হয়েছে। ইতিশা Corporate জগতের চাকচিক্য ছেড়ে অরুণাচলের সাঙ্গতি উপত্যকাকে পরিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত। ওখানে পর্যটকদের জন্য অনেক Plastic waste জমা হয়েছিল। ওখানকার নদী যা একসময় পরিষ্কার ছিল তা Plastic waste-এর জন্য দূষিত হয়ে গিয়েছিল। তাকে পরিষ্কার করতে ইতিশা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর Group-এর সদস্যরা ওখানে ঘুরতে আসা Tourist-দের সচেতন করছেন এবং পুরো উপত্যকায় Plastic waste collect করতে বাঁশের তৈরি ডাস্টবিন লাগানোর ব্যবস্থা করেছেন।

বন্ধুরা, এইসব প্রচেষ্টা ভারতের স্বচ্ছতা অভিযানকে গতিশীল করে। এই প্রচেষ্টা নিরন্তর চলমান। আপনার আশেপাশেও নিশ্চয়ই এরকমই হয়ে থাকে। আপনি আমাকে এইসব প্রচেষ্টা সম্পর্কে অবশ্যই লিখে পাঠান।

বন্ধুরা, 'মন কি বাত'-এর এই Episode এ পর্যন্তই। পুরো মাস আমি অধীর আগ্রহে আপনাদের প্রতিক্রিয়া, চিঠি ও মতামতের অপেক্ষায় থাকি। প্রতি মাসে আপনাদের কাছ থেকে আসা বার্তা আমায় আরো ভালো করার প্রেরণা যোগায়। পরের মাসে আমাদের আবার দেখা হবে, 'মন কি বাত'-এর আরো এক পর্বে- দেশ ও দেশবাসীর নতুন উপলব্ধির সঙ্গে, ততক্ষণ পর্যন্ত, সমস্ত দেশবাসীকে আমার অনেক শুভকামনা।

অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সিনেমার খবর

cinema TV

অভিষেকের কথা শুনে কাঁদলেন অমিতাভ বচ্চন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : টিভি শো 'কন বানেগা ক্রোড়পতি ১৬' তে 'আই ওয়ান্ট টু টক' ছবির প্রচারে আসছেন বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচচন। বিশেষ ওই পর্বে অমিতাভের সঙ্গে খেলবেন ছেলে। সেই পর্বের প্রোমো প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। সেখানেই দেখা গেল ছেলের কথায় কেঁদে ফেলেছেন অমিতাভ বচ্চন! কিন্তু কেন?

'কন বানেগা ক্রোড়পতি'র যে প্রোমো ভিডিও প্রকাশ্যে আনা হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে অভিষেক তার বাবা অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে কথা বলছেন। জানাচ্ছেন, 'বাবা, আমি জানি না এটা বলা উচিত কিনা। আশা করব মানুষ আমায় ভুল বুঝবে না। কিন্তু আমরা আজ এখানে বসে আছি, রাত ১০টা বেজে গেছে, সকাল সাড়ে ৬টায় আমার বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, যাতে আমরা আরাম করে ৮-৯টা পর্যন্ত ঘুমাতে পারি। কেউ এই বিষয়ে বেশি কথা বলেন না যে একজন বাবা তার সন্তানের জন্য কী কী করেন, কারণ তিনি চুপচাপ করেন।'

ছেলের এই কথা শুনে চোখ ছলছল করে ওঠে বিগ বির। কষ্টমাখা মুখে হাসেনও। অভিষেকের কথা শুনে হাততালি দিয়ে ওঠেন সবাই।

সেই প্রোমো ভিডিওটি প্রকাশ্যে এলে অনেক নেটিজেন তাতে মন্তব্য করেন। এক ব্যক্তি লেখেন, 'হ্যাঁ, একেবারেই ঠিক। বাবা আর স্বামীর স্যাক্রিফাইস নিয়ে কেউ কিছু বলে না।' দ্বিতীয় ব্যক্তি লেখেন, 'একদম ঠিক। আপনাদের বাবা-ছেলের জুটি দেখলে খুব ভালো লাগে।'

প্রকাশ্যে মেজাজ হারালেন আয়ুষ্মান, কিন্তু কেন?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অনুষ্ঠান চলাকালীন মঞ্চেই মেজাজ হারালেন আয়ুষ্মান খুরানা। অভিনয়ের সঙ্গে তার কণ্ঠের ভক্তও অসংখ্য। সম্প্রতি নিজের গানের দল 'আয়ুষ্মান ভব' নিয়ে আমেরিকায় অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই এক অনুরাগীর কাণ্ডে চটে যান অভিনেতা তথা গায়ক।

আয়ুষ্মানের এই অনুষ্ঠান ছিল গত শনিবার (১৬ নভেম্বর)। মঞ্চে গান গাইতে ওঠেন তিনি। মুহূর্তে তার গানের মূর্ছনায় মেতে ওঠেন শ্রোতারা। 'ভিকি ডোনার' ছবির জনপ্রিয় গান 'পানি দা' গাওয়ার পর বিরতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন আয়ুষ্মান। তখনই এক অনুরাগী মঞ্চের দিকে ছুড়ে দেন ডলার। গায়ক-অভিনেতাকে উৎসাহ দিতেই তার এই অদ্ভুত কাণ্ড। কিন্তু এই দেখে চটে যান আয়ুষ্মান। ঘটনার আকস্মিকতায় তাৎক্ষণিক মেজাজ হারালেও পরক্ষণেই নম্রভাবে এমন কাজ না করার অনুরোধ জানান তিনি।

বিরতি নিতে গিয়েও ফিরে আসেন আয়ুষ্মান। হাতে মাইক নিয়ে অভিনেতা বলেন, 'পাজি, এমন করবেন না দয়া করে। এসব না করে আপনি দান করে দিন অথবা অন্য কিছু করুন অনুগ্রহ করে। আমি আপনাকে খুব ভালবাসি। আপনার যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। তাই দানছত্র খুলে এই কাজটা করুন। কাউকে না দেখিয়ে, কাউকে না বলে এই অর্থ দান করে দিন। আমি এই টাকা দিয়ে কী করব বলুন?'

আয়ুষ্মানের এই মন্তব্যে করতালিতে ভরিয়ে দেন শ্রোতারা। ফের গান শুরু করেন অভিনেতা তথা গায়ক। সামাজিকমাধ্যমেও আয়ুষ্মানের এই বক্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রশংসিত হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো দেখে এক নেটাগরিক লিখেছেন, 'লাইভ অনুষ্ঠানে এমন অসম্মানজনক কাণ্ড দেখে সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। গান না শুনে অনুরাগী টাকার বান্ডিল ছুড়ছে! গানে কোনো মন নেই এদের। নিজের অর্থের বহর দেখাতে এসেছে। কোনো রুচি নেই।'

ভেঙে গেলো এ আর রহমানের ২৯ বছরের সংসার

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অস্কারজয়ী সুরকার সংগীত পরিচালক এ আর রহমানের দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছেদের সুর বেজেছে। ২৯ বছরের বিবাহিত জীবনের ইতি টানতে চাইছেন তার স্ত্রী সায়রা বানু। নিয়েছেন বিচ্ছেদের কঠিন সিদ্ধান্ত।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সায়রার আইনজীবী বন্দনা শাহ। এ বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিয়ের বহু বছর পর স্বামী এ আর রহমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সায়রা বানু। মানসিক চাপের কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। একে অপরের প্রতি গভীর ভালবাসা সত্ত্বেও, নিজেদের মধ্যে তৈরিকৃত ব্যবধান দূরত্ব ঘোচাতে পারছিলেন না তারা। সম্ভব নয় বলেও মনে করছেন।

এ নিয়ে সায়রা বানু জানান, এই সিদ্ধান্ত নেয়া তার পক্ষে মোটেও সহজ ছিল না। অনেক ব্যথা ও যন্ত্রণা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। এই কঠিন সময় সকলের কাছে গোপনীয়তা রক্ষার এবং তাদেরকে একান্তে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করেছেন সায়রা বানু।

১৯৯৫ সালে মায়ের পছন্দে সায়রাকে বিয়ে করেন এ আর রহমান। কেননা সুর সাধনায় তিনি এতটাই ব্যস্ত ছিলেন যে কনে দেখতে যাওয়ার সময়ও জুটছিল না। এ দম্পতির ঘরে রয়েছে তিন সন্তান খতিজা, রহিমা ও আমিন।

আরিয়ানের ওয়েব সিরিজ নিয়ে সুখবর দিলেন শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবশেষে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে চলেছে আরিয়ান খানের প্রথম ওয়েব সিরিজ। যা প্রযোজনা করছেন শাহরুখের রেড চিলিস এন্টারটেইনমেন্ট। বলিউডে ছেলের ক্যারিয়ার গড়তে এবার এগিয়ে এলেন শাহরুখ ও গৌরী খান। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে শাহরুখ শেয়ার করলেন এই সুখবর।

শাহরুখ লিখেছেন, 'আজকের দিনটা খুবই স্পেশাল। কেননা, নতুন এক গল্প দর্শকদের সামনে তুলে ধরতে চাই। রেড চিলিসের হাত ধরে আরিয়ান খান নতুন যাত্রা শুরু করল পরিচালক হিসেবে।'

অভিনেতার কথায়, 'আরিয়ানের সিরিজ দেখা যাবে নেটফ্লিক্সে। এখনও এর নাম ঠিক হয়নি। তবে প্রচুর টুইস্ট, প্রচুর ইমোশনে ভরা। আর আরিয়ান এটা মনে করে, শো বিজনেসের থেকে বড় ব্যবসা কিছু হয় না।'

প্রসঙ্গত, মাদক কাণ্ডের পর ছেলে আরিয়ানকে নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন শাহরুখ। তবে ধীরে ধীরে সেই দুঃসময় কাটিয়ে আরিয়ান নিজের পায়ের মাটি খুঁজে পেয়েছেন। আর এ ব্যাপারে প্রথম থেকে পাশে পেয়েছেন বাবা শাহরুখকে। এবারটাও আরিয়ান পাশে পেলেন তাকে।

স্বামী হারালেন মুনমুন সেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় অভিনেত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ মুনমুন সেনের স্বামী ভারত দেববর্মা মারা গেছেন। মঙ্গলবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যান তিনি। ভারত দেববর্মর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন তার মেয়ে রাইমা সেন। ধারণা করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভারত দেববর্ম মৃত্যুবরণকরেন।

অভিনেত্রী রাইমা সেন ও রিয়া সেনের বাবা ভারত দেববর্মা। ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সন্তান ভারত দেববর্মা। ১৯৭৮ সালে মুনমুন সেনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এক বছরের মাথাতেই রাইমা সেনের জন্ম হয়। তার বছর দুই পরে মুনমুন-ভারতের জীবনে আসে রিয়া। বিয়ে ও দুই সন্তানের জন্মের পর মুনমুন নিজের অভিনয় সফর শুরু করেন। আটের দশকের হার্টথ্রব হয়ে ওঠেন তিনি। হিন্দির পাশাপাশি বাংলা সিনেমাতেও চুটিয়ে অভিনয় করেন সুচিত্রাকন্যা।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ছিল ভারত দেববর্মার জন্মদিন। সেদিন বাবার একাধিক ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে রাইমা সেন লিখেছিলেন, 'শুভ জন্মদিন বাবা, তুমি আমাদের সমস্ত স্বপ্ন সত্যি করে তুলেছো। এখনও এত ফুরফুরে মনের মানুষ ও ভালোবাসায় পূর্ণ বাবা হয়ে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ ড্যাড। তোমার এই রসিকতা ও হাসি অটুট থাকুক এই প্রার্থনা রইল।'

ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে দোলাচল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাকিস্তানে গিয়ে না খেলার কথা আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় বোর্ড (বিসিসিআই)। সেই প্রসঙ্গে আরও একবার নিজেদের অনড় মনোভাব জানিয়ে দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ভারতের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে তারা। তবে হাইব্রিড মডেলে এখনও খেলতে চাইছে না তারা। ফলে ভারতের অংশগ্রহণ নিয়ে দোলাচল থেকেই গেছে।

ভারতীয় বোর্ড চাইছে, এশিয়া কাপের মতো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও অন্য দেশে ম্যাচ খেলতে। অর্থাৎ 'হাইব্রিড মডেল'। তবে পাকিস্তান বোর্ড চায় সব ম্যাচ তাদের দেশেই হোক। এ দিন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি বলেছেন, "যদি পাকিস্তানে দল পাঠানো নিয়ে ভারতের কোনও সমস্যা থাকে তা হলে আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুক। আমরা সেই সমস্যা মিটিয়ে দেব। পাকিস্তানে আসতে ভারতের কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়।"

নকভি জানিয়েছেন, ভারতের না আসার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা চেয়ে আইসিসিকে চিঠি পাঠিয়েছে পিসিবি। সেই চিঠির এখনও উত্তর পাননি তারা। বলেছেন, "আমরা সরাসরি আইসিসির সঙ্গে কথা বলছি। ওদের থেকে উত্তর চেয়েছি। এখনও সেটা পাইনি।"

জয় শাহ আইসিসি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলে তার সঙ্গে কি কথা বলবেন? নকভির উত্তর, "এভাবে হয় না। প্রতিটা বোর্ড স্বাধীন। তাদের নিজস্ব মত রয়েছে। আইসিসির উচিত নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা বাঁচিয়ে রাখা। কারণ ওরা সব দেশের প্রতিনিধি।"

রাজনীতি এবং ক্রিকেট একসঙ্গে না দেখার অনুরোধ আবারও করেছেন নকভি। বলেছেন, "খেলাধুলো এবং রাজনীতি দুটো আলাদা। আমি চাই না কোনও দেশ সেটাকে মিশিয়ে ফেলুক। আশা রাখছি ভারত আসবে পাকিস্তানে।"

শ্রীলঙ্কা সিরিজে বাভুমাকে

পাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চোটের কারণে বাংলাদেশ সফর থেকে ছিটকে যাওয়া টেম্বা বাভুমাকে শ্রীলঙ্কা সিরিজে পাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। নিয়মিত অধিনায়কের সঙ্গে লঙ্কানদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের দলে ফিরেছেন দুই পেসার মার্কো ইয়ানসেন ও জেরল্ড কুটসিয়া।

দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজটির জন্য মঙ্গলবার (১৯ নভেম্বর) ১৪ জনের দল দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগামী ২৭ নভেম্বর ডারবানে শুরু দুই দলের প্রথম টেস্ট। দক্ষিণ আফ্রিকা সবশেষ টেস্ট সিরিজ খেলে বাংলাদেশে, গত অক্টোবরে। শুরুতে ওই সিরিজের দলে ছিলেন বাভুমা। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ কনুইয়ে চোট পেয়ে বাংলাদেশ সফর থেকে ছিটকে যান তিনি।

চোট থেকে সেরে ওঠায় বাভুমা রেখেই শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল সাজিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে ৫৯ টেস্ট খেলে ২ সেঞ্চুরিতে ৩ হাজার ১০২ রান করেছেন তিনি ৩৫.২৫ গড়ে। দীর্ঘ ১১ মাস পর টেস্ট দলে ফিরেছেন ইয়ানসেন ও কুটসিয়া। ক্যারিয়ারের ১৩ টেস্টের সবশেষটি ইয়ানসেন খেলেছেন গত জানুয়ারিতে, ভারতের বিপক্ষে। ঘরের মাঠের ওই সিরিজেই নিজের তৃতীয় ও সবশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন কুটসিয়া। দুই জনেই চলতি মাসে ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলেছেন।

বাংলাদেশকে দুই টেস্টের সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করা দল থেকে ডেন পিটকে বাদ দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কেশাভ মহারাজের সঙ্গে বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে আছেন সেনুরান মুথুসামি। বাংলাদেশে দুই টেস্টে ১৩ উইকেট নেন অভিজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনার মহারাজ। ওই সফরে এক টেস্ট খেলে আরেক বাঁহাতি স্পিনার মুথুসামির শিকার ৫ উইকেট। ইয়ানসেন ও কুটসিয়ার সঙ্গে পেস বোলিং বিভাগে আছেন কাগিসো রাবাদা, ডেন প্যাটারসন ও ভিয়ান মুল্ডার।

প্রথমবারের মতো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলার সুযোগ রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের বিপক্ষে চার টেস্টের সবগুলো জিততে হবে তাদের। তিনটিতে জিতলেও থাকবে সম্ভাবনা, তবে পক্ষে আসতে হবে অন্য দলের ফলাফল।

শ্রীলঙ্কা সিরিজের দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দল: টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ডেভিড বেডিংহ্যাম, জেরল্ড কুটসিয়া, টোনি ডি জোর্জি, মার্কো ইয়ানসেন, কেশাভ মহারাজ, এইডেন মার্করাম, ভিয়ান মুল্ডার, সেনুরান মুথুসামি, ডেন প্যাটারসন, কাগিসো রাবাদা, ট্রিস্টান স্টাবস, রায়ান রিকেলটন, কাইল ভেরেইনা।

বিশ্বকাপ বাছাই : উরুগুয়ের সঙ্গে ড্র করল ব্রাজিল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শেষ দিকে দারুণ জমে ওঠা লড়াইয়ে জিততে পারল না কেউ। অনেক সুযোগ হারানোর ম্যাচ শেষ হলো সমতায়। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করল দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ও উরুগুয়ে। বাংলাদেশ সময় আজ বুধবার সকালে ১-১ গোলে শেষ হয়েছে লাতিন আমেরিকার দুই পরাশক্তির লড়াই। দ্বিতীয়ার্ধে ফেদে ভালভের্দের গোলে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। একটু পরেই ব্রাজিলকে সমতায় ফেরান জেহসন।

স্কোর লাইনেই কেবল সমতা। এছাড়া বাকি সব দিক থেকেই ঘরের মাঠে এগিয়ে ছিল ব্রাজিল। প্রায় ৬২ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ১৮টি শট নেয় দরিভাল জুনিয়রের দল। তাদের কেবল তিনটি শট ছিল লক্ষ্যে। রক্ষণে বেশি মনোযোগ দেওয়া উরুগুয়ের আট শটের দুটি ছিল লক্ষ্যে। ডি বক্সে বেশ কয়েকবার বল পেলেও দুর্বল শটে সুযোগ নষ্ট করে মার্সেলো বিয়েলসার দল।

প্রথম সুযোগ পায় ব্রাজিল। তৃতীয় মিনিটে দুরূহ কোণ থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিউস জুনিয়র। ২১তম মিনিটে দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করেন ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি। ডি বক্সে বল পেলেও ঠিক মতো শট নিতে পারেননি উরুগুয়ের তরুণ এই ফরোয়ার্ড। ৩৫তম মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে রাফিনিয়ার শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট ঘেঁষে। পাঁচ মিনিট পর উরুগুয়ের মিডফিল্ডার ভালভের্দের আচমকা শটও ব্যর্থ হয় একইভাবে। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে গোল পেয়েই যাচ্ছিল ব্রাজিল। রাফিনিয়ার কর্নারে ইগো জেসুসের হেড ব্যর্থ করে দেন উরুগুয়ে গোলরক্ষক। দুই দল মিলিয়ে লক্ষ্যে এটাই প্রথম শট!

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটেই সুযোগ পান সাভিনিয়ো। ম্যানচেস্টার সিটির ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড শট রাখতে পারেননি লক্ষ্যে। রাফিনিয়ার রক্ষণচেরা পাসে দারুণ সুযোগ আসে ভিনিসিউসের সামনে। দারুণ গতিতে ঝলকে দেখালেও আসল কাজটা করতে পারেননি তিনি। শট পেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট ঘেঁষে। স্বাগতিকদের চমকে দিয়ে ৫৫তম মিনিটে এগিয়ে যায় উরুগুয়ে। ডি বক্সের বাইরে থেকে তীব্র গতির শটে জাল খুঁজে নেন ভালভের্দে। ৭ মিনিট পর দূরপাল্লার শটেই দারুণ এক গোলে সমতা ফেরায় ব্রাজিল। রাফিনিয়ার ক্রস হেড করে ক্লিয়ার করতে চেয়েছিলেন রদ্রিগো বেন্তানকুর। সফল হননি তিনি, ডি বক্সের মাথায় পেয়ে জোরালে ভলিতে ঠিকানা খুঁজে নেন জেহসন।

৬৪তম মিনিটে এগিয়েও যেতে পারত ব্রাজিল। একটু আগে বদলি নামা গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির বুলেট গতির শট গ্লাভসে নেন উরুগুয়ে গোলরক্ষক সের্হিও রোচেত। চার মিনিট পর সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন রদ্রিগো আগিরে। কিন্তু বিপজ্জনক জায়গায় বল পেয়েও ঠিক মতো শট নিতে পারেননি তিনি। ৭৭তম মিনিটে আবার সুযোগ পান আগিরে। এবারও ঠিক মতো শট নিতে পারেননি তিনি। তবুও বল যাচ্ছিল জালের দিকে। ঝাঁপিয়ে ফেরান ব্রাজিল গোলরক্ষক এদেরসন। চার মিনিট পর রাফিনিয়ার দূরপাল্লার শট বেরিয়ে যায় ক্রসবারের একটু উপর দিয়ে। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেন দানিলো। শট রাখতে পারেননি ব্রাজিল অধিনায়ক। টানা দুই জয়ে ছন্দে ফেরার আভাস দেওয়া ব্রাজিল টানা দুই ড্রয়ে পিছিয়ে নেমে গেছে পাঁচে। ১২ ম্যাচে পাঁচ জয় আর তিন ড্রয়ে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের পয়েন্ট ১৮। পাঁচ জয়ের সঙ্গে পাঁচ ড্রয়ে ২০ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে উরুগুয়ে।

পেরুকে ১-০ গোলে হারিয়ে জয়ে ফেরা আর্জেন্টিনা ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে চূড়ায়। আর দুটি জয় পেলেই নিশ্চিত হতে পারে পরের বিশ্বকাপে তাদের খেলা। কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে তিনে উঠে এসেছে একুয়েডর। দুটি দলেরই পয়েন্ট ১৯। শেষ চার ম্যাচের তিনটিতেই হারা কলম্বিয়া গোল পার্থক্যে পিছিয়ে নেমে গেছে চারে।

ভারতের রান পাহাড়ে ঘরের মাঠে চাপে অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পার্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতের ১৫০ রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয় ১০৪ রানে। ৪৬ রানে এগিয়ে থাকার সুবিধা কাজে লাগিয়ে রান পাহাড় গড়েছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। ভারতের দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুলের রেকর্ডের দিনে ৫৩৩ রানের লিড পেয়েছে সফরকারীরা। ঘরের মাঠে প্রথম ইনিংসে ১০৪ রানে গুটিয়ে যাওয়া স্বাগতিকদের সামনে এখন রান পাহাড়। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত ৬ উইকেটে ৪৮৭ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে। ফলে জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার করতে হবে ৫৩৪ রান।

ভারতীয় অধিনায়ক জাসপ্রিত বুমরাহ বিরাট কোহলি সেঞ্চুরি করার পরই তুলে নেন। এতে ১৪৩ বলে ১০০ রান করে কোহলি ও ৩৮ রানে অপরাজিত ছিলেন নিতিশ কুমার রেড্ডি।

কোহলির আগে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন জয়সওয়ালও। ১৬১ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলে আউট হয়েছেন এই ওপেনার। দ্বিতীয় ইনিংসে জয়সওয়ালকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন রাহুল। খেলেছেন ৭৭ রানের ইনিংস।

জয়ের জন্য ৫৩৪ রান করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। টেস্ট ইতিহাসে এত রান তাড়া করে এর আগে কেউ জেতেনি। ২০০৩ সালে অ্যান্টিগায় অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বোচ্চ ৪১৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অবশ্য ৫৩৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে দলীয় ১২ রানের মাথায় ৩ উইকেট হারিয়েছে স্বাগতিকরা। দুই উইকেট লাভ করেন বুমরা ও সিরাজ নেন এক উইকেট।

জয় দিয়ে বছর শেষ করলো আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের শেষ দু'টি ম্যাচে আর্জেন্টিনার সঙ্গী ছিল ড্র ও হারের হতাশা। তবে সেসব দূরে ঠেলে আজ বুধবার (২০ নভেম্বর) মেসি-মার্টিনেজরা তুলে নিয়েছে জয়। ঘরের মাঠে পেরুকে ১-০ গোলে হারিয়ে দর্শকের হাসি ফিরিয়ে এনেছে আলবিসেলেস্তেরা। বুয়েনস আয়ার্সে লা বমবনেরা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার হয়ে একমাত্র গোলটি করেন লাউতারো মার্টিনেজ। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে লিওনেল মেসির অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন মার্টিনেজ। এর আগে-পরে বেশ কিছু সুযোগ পেলেও সেসব পরিণত হয়নি গোলে। তাই, ৫৫ মিনিটে করা গোলটিই হয়ে রয় ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণী।

জাতীয় দলের জার্সিতে এটি ছিল চলতি বছরে আর্জেন্টিনার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। চেনা দর্শকের সামনে বছরটা জয় দিয়ে শেষ করল আর্জেন্টিনা। মেসি-মার্টিনেজের যুগলবন্দিতে গোলটিও হয়েছে চোখধাঁধানো। পেরুর রক্ষণভাগের কাছে বল পান মেসি। বামপ্রান্ত দিয়ে এগোবেন, এমন সময় তার সামনে মানব দেয়াল হয়ে দাঁড়ান পেরুর ডিফেন্ডাররা। তবে, মেসি ছন্দে থাকলে তাকে আটকানোর সাধ্য কার! দেয়াল ভেদ করে চিপ করলেন, শূন্যে ভাসা বলেই শট নিলেন মার্টিনেজ। পেরু গোলরক্ষক পেদ্রো বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পারলেও বলের নাগাল পাননি, এদিকে বল খুঁজে নেয় জাল।

এই জয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে শীর্ষে অটল রইল আর্জেন্টিনা। ১২ ম্যাচ শেষে আট জয় ও একটি ড্রতে লিওনেল স্কালোনির শিষ্যদের পয়েন্ট ২৫।

কোচিংয়ে নামছেন ডি মারিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এবার কোচিংয়ে নামতে চলেছে আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলার আনহেল ডি মারিয়া? জাতীয় দলকে বিদায় বলার পর এখন তিনি এ পথেই হাঁটছেন। এক সাক্ষাৎকারে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে এমন আভাসই দিলেন তিনি।

ক্লাঙ্ক মিডিয়ায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ডি মারিয়া বলেছেন, কোচ হওয়ার জন্য আমি কোর্স করছি। যদি প্রয়োজন হয়, এটা ভেবে করছি। ডি মারিয়া মানছেন কোচিং করানো অনেক বেশি কঠিন হবে। কারণ, এটা অনেক বেশি নেবে। তার মতে, একজন খেলোয়াড় হিসেবে আপনি কেবল অনুশীলন করবেন আর বাড়ি চলে যাবেন। তবে কোচ হিসেবে সেই সুযোগ নেই।

আপাতত ফুটবল থেকে অবসরে গেলে পরিবারের সঙ্গে সময় উপভোগ করতে চান ডি মারিয়া। তারপর তিনি কোচিংয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিতে চান। ইতালির দল জুভেন্তাস থেকে গত বছর বেনফিকায় যোগ দেন ডি মারিয়া। পর্তুগিজ ক্লাবটির সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত। আপাতত এই পর্যন্তই ভাবছেন ডি মারিয়া।

২০২২ সালে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ে বড় অবদান রাখেন ডি মারিয়া। কোপা আমেরিকায় টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতে গত জুলাইয়ে বিদায় নেন আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে।

হুমকির মুখে

আর্জেন্টিনার 'শ্রেষ্ঠত্ব'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপ জয়ের মাধ্যমে দীর্ঘ ৩৬ বছরের শিরোপার খরা ঘুচে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার। এ জয়ের পর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষেও ওঠে আলবিসেলেস্তেরা। এরপর থেকে জায়গাটা ধরেই রেখেছে লিওনেল স্কালোনির শিষ্যরা। কিন্তু সম্প্রতি কিছুটা হলেও ছন্দ হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। কনমেবল অঞ্চলে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে দারুণ শুরুর পর এবার শীর্ষস্থান নিয়ে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে তারা।

সবশেষ পাঁচ ম্যাচে মাত্র দু'টিতে জয় পেয়েছে তারা। হেরেছেও দুই ম্যাচে। আর তাতেই সিংহাসন টলে উঠেছে আর্জেন্টিনার। বুধবার ভোরে তাদের পরবর্তী প্রতিপক্ষ পেরু। নিজেদের ঘরের মাঠে পেরুর বিপক্ষে ম্যাচ হারলে বা ড্র করলে তার প্রভাব পড়তে পারে আর্জেন্টিনার র‍্যাঙ্কিংয়ে। এই ম্যাচে হারলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পয়েন্ট টেবিলেও শীর্ষস্থান হারাতে হতে পারে আলবিসেলেস্তেদের।

এবারের বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আর্জেন্টিনা এখন পর্যন্ত ৩ ম্যাচে হেরেছে। এর মধ্যে দু'টি সবশেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে। এই হারগুলোর একটি ঘরের মাঠে আর বাকি দু'টি প্রতিপক্ষের মাঠে। সবশেষ ১৫ নভেম্বর আসুনসিয়নে প্যারাগুয়ের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে লিওনেল মেসির দল।

প্যারাগুয়ের বিপক্ষে হারের পর স্কালোনির দলের র‍্যাঙ্কিং পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ১৮৫৯.৭৯। ফ্রান্সের ১৮৫৯.৭৯। সর্বশেষ ম্যাচে ডেনমার্ককে হারানো স্পেন ১৮৪৮.৭৬। বাছাই পর্বে এককভাবে শীর্ষস্থান এবং ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ফ্রান্স ও স্পেনের ওপরে জায়গা ধরে রাখতে এক মুহূর্ত একটি জয় আর্জেন্টিনার খুবই দরকার।

আর্জেন্টিনা ও পেরুর ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বুধবার সকাল ৬টায়। এর ৪৫ মিনিট পর মাঠে নামবে ব্রাজিল ও উরুগুয়ে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR